তৃতীয় অধ্যায় -

শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের ব্যক্তি পরিচয় —

মহারাজ প্রাণনারায়ণের সভা কবি শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের ব্যক্তি পরিচয় বিস্তৃত ভাবে পাওয়া যায় না। তবে দ্রোণ পর্বের ভণিতায় নিজ বংশের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তিনি দিয়েছেন।

মল্লমহিপালের কনিষ্ঠ সহোদর।
শুক্লধ্বজ নামে দেব ভোগে পুরন্দর।।
তাহার পাঠক মহামাত্য ভবানন্দ।
কামরূপ দ্বিজকুল কুমুদিনি চন্দ্র।।
নামত পণ্ডিতরায় তাহার তনয়।
রঘুদেব নৃপতির পাত্র মহাশয়।।
তাহার কনিষ্ঠ রামেশ্বর শুদ্ধমতি।
শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ তাহার সন্ততি।।

এই অংশটুকু থেকে বংশলতা দাঁড়াচ্ছে - দ্রো-২-৩

ভবানন্দ
- পণ্ডিতরায়
- রামেশ্বর
  - শ্রীনাথ

মল্ল মহিপাল নরনারায়ণের কনিষ্ঠভ্রাতা শুক্লধ্বজের পাঠক (অর্থ পুরাণাদি বাচক, অধ্যাপক, উপাধ্যায়, ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ - বঙ্গীয় শব্দকোষ) ছিলেন মহামাত্য (প্রধান অমাত্য বা মন্ত্রী) ভবানন্দ। এই ভবানন্দের একপুত্র পণ্ডিতরায় শুক্লধ্বজ পুত্র রঘুদেব নৃপতির পাত্র (কর্মচারী বা মন্ত্রী) ছিলেন। রঘুদেবের রাজা হওয়ার একটি কাহিনী আছে। বৃধ বয়স পর্যন্ত নরনারায়ণের কোন পুত্র সন্তান না হওয়ায় তিনি রঘুদেবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন কিন্তু বৃধ বয়সে নরনারায়ণের এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এতে রাজ্যলাভের কোন আশা নেই জেনে রঘুদেব বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যুদ্ধও হয়। অবশেষে রাজা নরনারায়ণ তাঁকে শান্ত করার জন্য সঙ্কোষ নদকে

সীমা করে পূর্ব দিকে অবস্থিত অঞ্চলের অধিকার প্রদান করেন। এই ভাবে রঘুদেব নৃপতি বলে স্বীকৃতি পান। পণ্ডিতরায় রঘুদেবের দরবারের মন্ত্রী বা কর্মচারী হলেও ভবানন্দের দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বর কোচবিহারে ছিলেন। তিনি শুদ্ধমতির মানুষ ছিলেন বলে শ্রীনাথ উল্লেখ করেছেন। এই রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীনাথ। ভণিতায় দেখা যায় শ্রীনাথের কুলপদবী ছিল চক্রবর্ত্তী, তিনি দ্রোণ পর্বের অনেক ভণিতায় নিজেকে শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীনাথ শর্ম্মা বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন -

কৃষ্ণ পরায়ণ   প্রাণনারায়ণ
নৃপতি নিদেশবর্ত্তি।
পদবি রচনা   বিশুদ্ধ কর্ম্মনা
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ॥   দ্রো- ২৪০

অন্যত্র-

তদিয় নিদেশবর্ত্তি শ্রীনাথ শর্ম্মনা।
বিরচিত পদমিদং বিশুদ্ধ কর্ম্মনা ॥ দ্রো: ১১৭

এতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে শ্রীনাথ ছিলেন ব্রাহ্মণ পরিবার ভুক্ত। বিভিন্ন ভণিতা থেকে জানা যায়, তিনি প্রাণনারায়ণের দেশবর্ত্তী অর্থাৎ কামতা কোচবিহারের অধিবাসী ছিলেন। তবে সঠিক কোন্ গ্রাম বা এলাকা তাঁর জন্মস্থান তা নির্দ্দেশ করেন নি। কিন্তু তাঁরা যে কয়েক পুরুষ ধরে এই রাজবংশের অধীনে কাজ করে আসছেন তার প্রমাণ পূর্বোক্ত ভণিতাতেই পেয়ে থাকি।

শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের ভণিতা থেকে আমরা তাঁর একটি বংশ পরিচয় পেলাম। তবে প্রাণনারায়ণের পিতা বীরনারায়ণের (১৬২৭-৩২) আদেশে কবিশেখর কর্তৃক রচিত 'বিরাট-পর্বের' একটি ভণিতা থেকে শ্রীনাথের বংশ পরিচয় আরও কিছু পাওয়া যায়।

জম্মে জম্মে বিরনারায়ণ নরেশ্বরে।
জদি জম্ম নর তনু বিহার নগরে ॥
ভবানন্দ নামে চন্দ্রসেনের নন্দন।
নিজ ধর্ম্মে রত নিজ কুলের মণ্ডন ॥ (মণ্ডন)
যেন যথমন্ত্রের তনয় অল্পমতি।
বোলে রাম রাম কৃষ্ণ কবিশেখর বদতি ॥ ২-১ (উ:ব রা: গ্রন্থাগার পু: নং ১০)

এখানে দেখা যাচ্ছে, ভবানন্দের পিতার নাম ছিল চন্দ্রসেন। ভবানন্দের পিতার নাম ছিল চন্দ্রসেন। ভবানন্দ ধর্মরত ও কুলমণ্ডন(গোত্র)বা কুল-মণ্ডল (মোড়ল [illegible] বা প্রধান) ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম বলা হয়েছে কবিশেখর, যিনি 'কিরাত পর্বের রচয়িতা।

এখানে আমরা এই বংশলতা পাচ্ছি -

চন্দ্রসেন
|
ভবানন্দ
|
কবিশেখর

শ্রীনাথ তাঁর 'দ্রোণ পর্বের' ভণিতায় বংশ পরিচয় দেবার সময় ভবানন্দকে মহামাত্য বলেছেন এবং কবিশেখর ভবানন্দকে কুলের মণ্ডন বা মণ্ডল বলেছেন। শ্রীনাথ ও কবিশেখর দুজনের বক্তব্যে একটি জিনিস পরিষ্কার যে ভবানন্দ ঐ সময়ে বিশেষ সম্মান ভাজন ব্যক্তি ছিলেন এবং শ্রীনাথের পরিবার যে কবি প্রতিভা সম্পন্ন ছিল তাও জানা যায়।

বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা একটি পূর্ণ বংশলতা তৈরী করতে চেষ্টা করি -

চন্দ্রসেন
|
ভবানন্দ
|
পণ্ডিত রায় — রামেশ্বর — কবিশেখর
|
শ্রীনাথ (রামেশ্বরের পুত্র)

এ ছাড়াও কোচবিহারের ইতিহাসে (পৃঃ১৬৩) প্রাণনারায়ণের সময়ে দ্বিজ রামেশ্বর মহাভারতের পদ এবং তাঁর পুত্র কৃষ্ণ মিশ্র 'প্রহ্লাদ চরিত' রচনা করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। তবে এঁরা শ্রীনাথের বংশের কিনা বলা যায় না কারণ পুত্রের পদবীতে পরিষ্কার মিশ্র বলা আছে। কিন্তু শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের পদবী পাচ্ছি চক্রবর্তী। দুটি পদবী সম্পূর্ণ ভিন্ন। যতীন্দ্র মোহন বসু তাঁর বাংলা সাহিত্য (২য় খণ্ড পৃঃ ১০১) গ্রন্থে 'কোচবিহারের ইতিহাস'কে অনুসরণ করে বলেছেন 'এই কৃষ্ণ মিশ্র শ্রীনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইবেন বলিয়া বোধ হয়।' সঠিক তথ্য প্রমাণের অভাবে আমরা এই অনুমানকে সত্য গ্রহণ করতে পারলাম না।

বর্তমানে আমরা তিন জন শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের সন্ধান পাচ্ছি । একজন মহারাজা প্রাণনারায়ণের রাজত্ব কালের কবি শ্রীনাথ । তিনি 'কিরাতার্জুনীয়চরিতম্', মহাভারতের 'আদি পর্ব' ও 'দ্রোণ পর্বের' কিয়দংশ রচনা করে করেন ।

দ্বিতীয় মহারাজা উপেন্দ্র নারায়ণের (১৭১৪ - ১৭৬৩) সময়ের শ্রীনাথ, ইনি মহাভারতের বিরাট পর্ব মহারাজের আজ্ঞায় অনুবাদ করেন । কোচবিহার সাহিত্য সভায় তাঁর পুথি সংরক্ষিত আছে ।

তৃতীয়তঃ আমরা মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের (১৭৮০ - ১৮০১)রাজত্ব কালে শ্রীনাথ দ্বিজ নামে আর একজনের নাম পাই, তিনি দেবীনন্দন ও দ্বিজ রঘুরামের সঙ্গে মিলিত ভাবে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড রচনা করেন । তাঁর পুথি বর্তমানে উত্তর বঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে । (পুথি নং ৬৭)

আমাদের আলোচ্য কবি হলেন মহারাজা প্রাণনারায়ণের রাজত্ব কালের শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ । শ্রীনাথ এবং তাঁর পূর্ব পুরুষেরা সম্ভবতঃ কোচবিহার অঞ্চলেই বসবাস করতেন । কেননা দেখা যাচ্ছে তাঁদের বেশ কয়েক পূর্বপুরুষ এই রাজ দরবারের বিভিন্ন উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন । রাজ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কও সুগভীর এবং সুপ্রাচীন । তা' নরনারায়ণের রাজত্ব কাল থেকে প্রাণনারায়ণের রাজত্ব কাল অবধি বিস্তৃত ।

শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ পরম ভক্ত কবি ছিলেন, তিনি ভণিতায় বিভিন্ন পর্বে রাজ প্রশস্তি করার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রতিবারেই রাম ও কখনো কৃষ্ণকে স্মরণ করেছেন ।আদি পর্বের 'খ' পুথির একটি ভণিতায় কবি মনের আসল কথা ব্যক্ত করেছেন । তিনি সাহিত্যরস ও প্রাচীন অমৃতময় মহাকাব্যবাণী সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য সংস্কৃত থেকে মহাভারত অনুবাদ করে নিজ দেশ ভাষাবন্ধে রচনা করার জন্য অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন । এই দৈববাণীময় ভারত পয়ার কথা একচিত্তে শ্রবণ করলে মানব জীবন সার্থক হবে বলে তিনি মনে করেন । সেই কারণে তিনি এই অমূল্য গ্রন্থ সহজ ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন । নিম্নে ভণিতাটি দেয়া হল -

সাদোরে বন্দিয়া সরস্বতির চরণ ।
যার নামে ভারত করিল উদিরোন ।।
যদি পর্ব্ব ভারথক সুনে যেবা যনে ।
পুস্করা তির্থের সম ভাষার মার্জনে ।।
ব্যাসদেব দৈববাণি মহাপুণ্য ময় ।
পন্ডিতে বুঝয় মাত্র মুর্খে না বুঝয় ।।

তে কারণে সাধারণে জনে বুঝিবার ।
নিয দেশ ভাষা বন্দে করিনু প্রচার ।।
সুন এক চিতে ইহো ভারথের পদ ।
নিরন্তরে রামকৃষ্ণ বল সভাসদ ।। দ্রো: ১

দ্রোণ পর্বের ভণিতায় দেখা যায়, গোবিন্দের নাম'বোল সদা মুখে তরিবার কাম' বলে সভাসদ জনকে বলেছেন । তার সঙ্গে সংসারের অনিত্যতা ও ভোগশক্তির অসারতা সম্পর্কেও সতর্ক করে দিয়েছেন এইভাবে -

জত দেখ ধনজন বিনাশ প্রায় ।
অনায়াসে ছাড়ি সর্বজনে সদাপায় ।।
অসার সংসার মধ্যে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
ব্যর্থ দিন হিন করি অর্থ আয়ু আইতে ।।
ঘোর কলি প্রাণিনেক নাহিকে চেতন ।
কেন হেনে ছাড়ি ভায় আংথা নারায়ণ ।।
বিসয় সুখেত থকি পরি পড়াইলা কাল ।
ব্যর্থ আয়ু জায় করি বিসয় জঞ্জাল ।।
সিসুকাল গেল কৃত্য কৌতুক করিতে ।
যুবা কাল গেল মোর কামিনি মোহিতে ।।
বৃথ কালে হৈল মাত্র তাপ অতিশয় ।
হরিনাম সঙ্গে মোর হৈল পরিচয় ।।
পরম আতুর আমি জানি দেবহারি ।
তয় ভক্ত সঙ্গে সর দিয়োক মুরারি ।। দ্রো: ১৩৮

এই অংশে কবির গ্লানিপূর্ণ আত্ম সমীক্ষা আমরা পেলাম । কবি যে বৃথ বয়সে'দ্রোণ পর্ব' রচনায় আত্ম নিয়োগ করেছিলেন তা এই ভণিতার বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় ।

বৃথ কালে হৈল মাত্র তাপ অতিশয় ।
হরিনাম সঙ্গে মোর হৈল পরিচয় ।। দ্রো: ১৩৮

উক্তিটি লক্ষণীয় । মনে হয় শুধু রাজ আজ্ঞা নয়, অন্তরের ভক্তি প্রেরণাও তাঁর মহাভারত অনুবাদ প্রয়াসের পশ্চাতে সক্রিয় ছিল । নানা ভণিতায় দেখা যায়, তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব । রাজা প্রাণনারায়ণ যেমন কৃষ্ণপরায়ণ ছিলেন, তাঁর সভাকবিও এই বলে প্রাণের ঠাকুরের বন্দনা গান করেছেন -

গোপাল গোবিন্দ কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারী ।
শ্রীনাথ ভনিল পদ বোল হরি হরি ।। দ্রো: ১৫৮

আদি পর্বেও দেখা যায় শ্রীনাথ বলছেন ।-

ভারতের কথা শুন সভাসদগণ ।
হরিনাম সুধাপান কর অনুক্ষণ ।। আদি: ৬২

এ ছাড়াও বিভিন্ন ভণিতায় 'রাম রাম" রামকৃষ্ণ বোল সর্বজন'' কৃষ্ণ বল বদন ভরিয়া' বলে সম্বোধন করেছেন । এতে কবির ভক্ত প্রাণের আকুতি বার বার বিভিন্ন ভাবে ধ্বনিত হয়েছে বলে মনে হয় । আদি পর্বের একটি ভণিতায়' নামত শ্রীনাথ হরি ভক্তের সেবক' বলে উল্লেখ করেছেন । তাঁর বিশ্বাস হরি নাম সংসার তরণ ও পাপ মোচনের অমোঘ উপায় ।

হরি নামে হরে সর্ব দুর্গতি দুর্ধর ।
কৃষ্ণ নাম বুলি সবে তরিয়া সংসার ।।
কেশব কমলা কান্ত অনন্ত দৈত্যারি ।
ডাকি রাম কৃষ্ণ বোলা জাতি পাপ ছাড়ি ।। আদি: ২৭৭

এই সব তথ্য প্রমাণে মনে হয় কবি বৈষ্ণব ভাবে ভাবিত ছিলেন । তখন মহাপুরুষীয়া শঙ্কর দেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ভাবধারায় এ অঞ্চল বিশেষ ভাবে প্লাবিত হয়েছিল ‡ একথা ইতিহাস স্বীকৃত সত্য । এই বৈষ্ণব ভাব-প্লাবন থেকে ভক্ত কবি শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ স্বাভাবিক ভাবেই দূরে থাকতে পারেন নি ।

শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি প্রয়াসের বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করেছি । তাঁর প্রথম রচনা হিসাবে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ইতিহাস' বিশ্বসিংহ চরিতম্' এর কথা বলতে হয় । কোচবিহার বিষয়ক ইতিহাস রচনার দরবারী প্রয়াসে এই গ্রন্থটি পথ প্রদর্শক । তবে তার সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায় না । প্রাপ্ত অংশটুকু থেকে অনেক ইতিহাস বিষয়ক তথ্য পাওয়া যায় । এই পুথিটি বিনষ্ট হওয়ায় তাঁর ইতিহাস রচনার প্রতিভা মূল্যায়নের সুযোগ নষ্ট হয়েছে ।' বিশ্বসিংহ চরিতম্'এ বলা হয়েছে' ভূদেব রামেশ্বরের পুত্র নবীন কবি

শ্রীনাথ বিরচিত'। এই অংশটুকু থেকে আমরা বলতে পারি কবি নবীন বয়সে এই ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। ভূদেব শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ মেনে নিলে শ্রীনাথের সহি পারিবারিক ইতিহাস বিষয়ে তথ্য প্রমাণ আরও সুদৃঢ় হয়। এই পুঁথির ১৪ থেকে ২২ পত্র পর্যন্ত খাগড়াবাড়ীর শ্রীযুক্ত গিরিশানন্দ চক্রবর্তীর নিকট রক্ষিত ছিল বলে কোচবিহারের ইতিহাসে উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্তমানে তারও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি শুধু সংস্কৃতে 'বিশ্বসিংহ চরিতম্' অর্থাৎ কোচবিহারের ইতিহাসই রচনা করেননি, সংস্কৃত ~~মহাভারতকে~~ মহাভারতকে কিঞ্চিত ভাবে অনুসরণ করে তার দুটি পর্বের সারানুবাদ করেছিলেন। তাঁর মহাভারতের অনুবাদিত অংশগুলিতে সংস্কৃত শব্দের সুন্দর সাবলীল ব্যবহার দেখা যায়। মহাভারতের এই অনুবাদই তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি।